বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

সেচ ভবন, ৪র্থ তলা, ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন : ৯১১৭৮৬২, ৮১১০৭৯৮, ফ্যাক্স : ৮৮০-৯১২৭৫১৬, Email : birtanoffice@gmail.com Web: www.birtan.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৮- ৮৬৬

তারিখঃ ০৮.১২.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৩.০৮.১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিষয়: রিসার্স রিভিউ ওয়ার্কসপ ২০১৯ এর কার্যবিবরনী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত রিসার্স রিভিউ ওয়ার্কসপ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(মো: মাকছুদুল হক)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

অনুলিপিঃ

১. যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, বারটান এর অবকাঠামো নির্মান ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরন প্রকল্প, সেচ ভবন, ঢাকা।
২. পরিচালক(যুগ্মসচিক) বারটান, প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা
৩. ড. মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪. অধ্যক্ষ, বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃ দাঃ) সকল, বারটান, ঢাকা।
৬. ড. মো. আতিকুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
৭. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
৮. উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, বারটান, ঢাকা।
৯. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা [ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]
১০. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
১১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়,বারটান , ঢাকা।
১২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বারটান, ঢাকা।
১৩. হিসাব শাখা/অফিস কপি/সংশিস্নষ্ট নথি, বারটান, ঢাকা।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর ১২ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত রিসার্স রিভিউ ওয়ার্কসপ ২০১৯ এর কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ঝরনা বেগম
সভার তারিখ ও সময়	:	১২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০:৪০ ঘটিকা
স্থান	:	বারটান সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতির তালিকা	:	সংযুক্তি "পরিশিষ্ট-ক"

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। বারটান কর্তৃক আয়োজিত 'রিসার্স রিভিউ ওয়ার্কসপ ২০১৯'-এর উদ্বোধনী আলোচনায় বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ঝরনা বেগম (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, 'বারটান-এ গবেষণার ফলাফল সম্পকে বিশেষজ্ঞ প্যানেল তাঁদের মতামত জানাবেন। রিসার্স রিভিউ ওয়ার্কসপটি বারটান প্রথমবারের মত আয়োজন করছে। এ ওয়ার্কসপ-এ বারটান-এর চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলো থেকে কয়েকটি সমাপ্ত গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারটান এর অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এস এম শিবলী নজির (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি)-এর নিউট্রিশান ডিভিশানের পরিচালক ড. মো. মনিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন, বারটান-এর পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্মসচিব) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর পোস্ট হারভেস্ট বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আতিকুর রহমান। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বারটান এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাকছুদুল হক।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-১: '**Promote to consume nutritious dry vegetables at lean period at char and haor area in Bangladesh**' শিরোনামে প্রকল্পের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন উক্ত প্রকল্পের প্রিন্সিপল ইনভেস্টিগেটর ও বারটান এর উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক ড. মো. রাজু আহমেদ।

তিনি গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের হাওড় ও চরঞ্চালের মৌসুমী সবজি ড্রাই করে সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে ড্রায়ার তৈরী করেন । এ সব এলাকায় নির্দিষ্ট মৌসুম ব্যতীত সবজি পাওয়া খুবই দুরুহ। তাই মৌসুমী সবজি সেফলি ড্রাই করে সংরক্ষণ করা হলে হাওর ও চর অঞ্চলের মানুষের বছর ব্যাপী পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে।

বাঁশের তৈরী ড্রায়ার তৈরী করতে শ্রমিক মজুরী সহ মোট খরচ হয় ৩৩০০/- এবং কাঠের ড্রায়ার এ খরচ হয় ২৬০০-২৭০০ টাকা। এতে গড় তাপমাত্রা নিয়ে দেখা গেছে বাইরের তাপমাত্রা যেখানে ৩৬ ডিগ্রি থাকে সেখানে ড্রায়ারের তাপমাত্রা হয় ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোলার ড্রায়ারে ড্রাই করতে প্রথাগত ড্রায়ারে চেয়ে ৪০ শতাংশ সময় কম লাগে। দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর পরিমাণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ড্রাই করার পর কালার রিটেইন করা সম্ভব হয় না। ফলে দেশের ভিতর এবং বাইরে মার্কেট ড্রাইং ফুড-এর বাজারজাতকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কাঁঠাল এবং আনারস ড্রাই করতে গিয়ে কিছুটা কালার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে বিকল্প হিসেবে শুটকি ড্রাই করা হচ্ছে, যা ঢাকার বাজারে বিক্রিও হচ্ছে।

ড. মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: মৌসুমের মুলা এবং মিষ্টি আলু ড্রাই করে রাখা যায়। মিষ্টি আলু অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং চর ও হাওড়ের মানুষ বছরব্যাপী খেতে পারবে। তবে ড্রাই করার সময় হলুদের গুড়া ব্যবহার করলে শুকনো অবস্থায় গুণগত মান ঠিক থাকে।

ড. মো. আতিকুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি: তিনি মতামত প্রদানকালে জানান যে, ড্রায়ার এর ডিটেইলস বর্ণনা দিলে ভাল হতো। মেথডোলজি (Methodology) এবং রেপলিকেশন (Replication) অনুযায়ী গবেষণা করলে ভাল হতো। তাছাড়া ড্রাই করার পর কোন ফানগাল/মাইক্রোবিয়াল একটিভিটি (Fungal/Microbial activity) উপস্থিত আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখলে ভাল হতো।

এস এম শিবলী নজির, প্রকল্প পরিচালক, বারটান: প্রকল্প প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের সাথে ফলাফল অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবে সবজি ড্রাই করার কথা বলা হলেও এখন শুটকীমাছ ড্রাই করা হচ্ছে, তা প্রকল্প প্রস্তাবের শুরুতে উল্লেখ থাকলে ভাল হতো বলে তিনি মত দেন। তাছাড়াও শুটকি মাছ ড্রাই করা বারটান-এর কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়।

ড. রুহুল আমিন, সহকারী অধ্যাপক, আইএনএফএস:: দেশের অন্যান্য এলাকাতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝরনা বেগম, নির্বাহী পরিচালক বারটান: গবেষণা কাজের সাথে টাইটেল (Title) এবং অবজেকটিভ (Objectives) সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ড. মো. রাজু আহমেদ: প্রকল্প শুরুর সময় সবজি নিয়ে কাজ করা হয়। তবে হাওড় এলাকায় মাছ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় এবং হাওড়বাসীরা মাছ শিকারে আগ্রহী। এ কারণে ধুলাবালি মুক্ত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার ব্যতিরেকে মাছের শুটকি ড্রায়ার ব্যবহার করে করা হয়েছে। সুযোগ দেয়া হলে পরবর্তী শীত মৌসুমে সবজি নিয়ে কাজ করা হবে।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-২: 'Conservation of indigenous herbaceous and semi-woody medicinal plants and their improvement under pot condition' শিরোনামে প্রকল্পের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প ইনভেস্টিগেটর ও বারটান এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মরর্তা ড. মো. জামাল হোসেন। তিনি জানান, মানুষকে মেডিসিনাল প্ল্যান্টের (Medicinal Plant) সাথে পরিচিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত ১৫৬ প্রজাতির মেডিসিনাল প্ল্যান্ট সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩.৩৩ শতাংশের পাতা মেডিসিনাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি। এই ১৫৬ প্রজাতির মেডিসিনাল প্ল্যান্ট থেকে প্রায় ১০০ ধরণের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি মেডিসিনাল প্ল্যান্টের কিছু সীডও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংগ্রহোত্তর প্রডাকশন টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করা হবে।

ড. মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু নমুনা নিয়ে এর গুণাগুণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া বিলুপ্ত/ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির ক্যাটাগরি/আইডেন্টিফাই করা জরুরি। দিনাজপুর নাটোরের ঔষধি গ্রাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। টক্সিসিটি এনালাইসিস (Toxicity Analysis) করে গাছে পুষ্টিমান সংযুক্ত ট্যাগ লাগানো যেতে পারে। কবিরাজদের সাথে আলোচনা করেও গাছের ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে। যে কোন গবেষণা প্রকল্প সাধারণত ন্যূনতম তিন বছরের জন্য পরিকল্পনা করা দরকার।

ড. মো. আতিকুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি: রিসার্স প্রপোজাল এবং রিপোর্টিং এর কোন ফরমেট ব্যবহার করলে ভাল হয়। এ বছর যতটুকু কাজ করা হচ্ছে টাইটেলে ততটুকু রাখা উচিত। প্রতিবছর কাজের অংশটুকু কোন লিটারেচারে নিয়ে আসলে ভাল হয়।

ঝরনা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, বারটান: এক বছরে একটি সার্ভে করা যেতে পারে।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-৩: 'Assessment of Nutritional Status of Adolescent girls in selected School and College of Dhaka City' শিরোনামে বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফরজানা রহমান ভূঞা পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। এ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে Adolescent girls দের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ও অবস্থা জানা সম্ভব হয়েছে। এ বয়সের মেয়েদের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকলেও তারা সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যথাযথভাবে জানে না। অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলেও এর ক্ষতি সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এ জন্য তাদের পুষ্টি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান এবং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে বলে তিনি জানান।

ঝরনা বেগম, নির্বাহী পরিচালক বারটান: পুষ্টি সম্পর্কে জানে; কিন্তু মানেনা এমন সংখ্যার তথ্য গবেষণায় থাকা প্রয়োজন।

এস এম শিবলী নজির, পিডি, বারটান: পুষ্টি বিষয়ে জানার পরও কেন তারা মানে না এর উপর সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য থাকা দরকার। অধিকাংশ মেয়েরা সকালে খেয়ে স্কুলে যায়না। কেন খেয়ে যায়না তার উপরও গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণা বাজে অর্থের স্বল্পতা ও

সময় কম থাকা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, গবেষণায় অর্থ এবং সময়ের স্বল্পতা থাকবে। একজন গবেষককে তা অতিক্রম করে গবেষণা করতে পারলেই তাকে প্রকৃত গবেষক বলা যাবে।

মো. মাকছুদুল হক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান: গবেষণা কাজের conclusion এ ডাটা ব্যবহার করলে ভাল হয়।

ড. মো. আতিকুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি: দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করা হলে গবেষণার কাজ ভাল হয়। ডাটা প্রেজেন্টেশনের জন্য ছোট টেবিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ডাটাগুলো মার্ক করা যেতে পারে।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-৪: 'Dietary pattern and physical activity level of rickshaw pullers in Dhaka city' শিরোনামে বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাসনীমা মাহজাবীন উপস্থাপনা করেন। তিনি জানান যে, ঢাকা শহরে রিকশাচালকদের খাবার গ্রহণ ও শারীরিক কাজের পরিমাণ পরিমাপ করে এ গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, তাদের আরও শক্তিবর্ধক ও আমিষ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। রিকশাচালকগণ যেন কোনভাবেই ৬-৮ ঘন্টার অধিক রিকশা না চালান। তারা বৈচিত্রপূর্ণ খাবার খেলেও এ সকল খাবারে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের অভাব রয়েছে। তাদের Physical Activity Level (PAL) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তারা যে খাবার খাচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়; অর্থাৎ বড় ধরণের energy gap রয়েছে।

মনিরুল ইসলাম, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: গবেষণা কাজের তথ্য উপাত্ত সংক্রান্ত সারণীতে ক্যারোটিন (Carotene) এবং রেটিনলের (Retinol) ডাটা এক সাথে দিলে ভাল হতো। ডায়েটারি ডাইভারসিটি স্কোর বেড়েছে তার যৌক্তিকতা দেয়া উচিত ছিল। কত বছর বয়স পর্যন্ত রিক্সা চালাতে পারবে তার পরামর্শ গবেষণায় থাকলে ভাল হতো।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-৫: 'The effect of Mother's nutritional- hygienic knowledge and behavior on children's dietary intake' শিরোনামে বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাসনীমা মাহজাবীন উপস্থাপনা করেন। তিনি জানান যে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুলে শিশুদের যে সকল মায়েরা নিয়ে আসেন তাদের পুষ্টি-হাইজিন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ঐ শিশুদের **dietary intake** বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য এ গবেষণা কার্যক্রমটি করা হয়েছে। গবেষণায় শিশুদের **hygienic practice** এবং তাদের বয়সের সঙ্গে ওজন বৃদ্ধির একটি জোড়ালো সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে। এ সম্পর্কের তৎপরবর্তী কারণই হচ্ছে malnutrition। খাদ্যে পুষ্টিগুণ বিষয়ে মায়েদের সচেতনতার সঙ্গে বয়সের সঙ্গে উচ্চতা বৃদ্ধির (height for age-HAZ) একটি জোড়ালো সম্পর্ক রয়েছে । এছাড়া জানা যায় যে, পিতার পেশা ও আর্থিক সামর্থের সঙ্গে শিশুর পুষ্টির বিষয়টিও অনেকাংশে নির্ভর করে। বিগত ৫ বৎসরের তুলনায় শিশুদের ওজন বৃদ্ধির (obesity) হার ক্রমবর্ধমান।

মনিরুল ইসলাম, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: গবেষণা কাজের conclusion এ ডাটা ব্যবহার করলে ভাল হয়। তথ্য উপাত্তের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট টেবিলের জন্য নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনস থাকা দরকার।

এস এম শিবলী নজির, প্রকল্প পরিচালক, বারটান: যাদের **hygienic practice** ভালো তাদের পুষ্টির অবস্থা ভালো- এর স্বপক্ষে যৌক্তিকতাসহ ডাটা টেবিল দেয়া দরকার।

সমাপনী আলোচনাঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক জানান যে, রিসোর্স পার্সনের মতামতগুলো গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। প্রয়োজনে মতামত অন্তর্ভুক্ত করার পরে পুনরায় মতামতের জন্য রিসোর্স পার্সনের নিকট প্রেরণ করতে হবে। রিসোর্স পার্সনের মতামতের ভিত্তিতে রিসার্স পেপার প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঝরনা বেগম)
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

অনুলিপিঃ

১. যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, বারটান এর অবকাঠামো নির্মান ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরন প্রকল্প, সেচ ভবন, ঢাকা।
২. পরিচালক(যুগ্মসচিক) বারটান, প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা
৩. ড. মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪. অধ্যক্ষ, বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃ দাঃ) সকল, বারটান, ঢাকা।
৬. ড. মো. আতিকুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
৭. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
৮. উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, বারটান, ঢাকা।
৯. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা [ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]
১০. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা।
১১. জনসংযোগ র্কমকর্তা, প্রধান কার্যালয়,বারটান , ঢাকা।
১২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বারটান, ঢাকা।
১৩. হিসাব শাখা/অফিস কপি/সংশিস্নষ্ট নথি, বারটান, ঢাকা।

(মো: মাকছুদুল ইক)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা